যুগান্তর

তারিখ : 25 AUG 2017

পৃষ্ঠা : 24 কলাম : 4

২৪ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার আলটিমেটাম

মুসতাক আহমদ

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার ব্যাপারে বেসরকারি ২৪ বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন মেয়াদে আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে সম্পূর্ণ বা আংশিক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করতে হবে। তা না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ করে দেয়া হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দু'দফা আলটিমেটামপত্র পাঠানো হয়। এর মধ্যে সর্বশেষ বুধবার ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্র পাঠানো হয়। এতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুমোদিত আংশিক প্রোগ্রামের কার্যক্রম স্থায়ী ক্যাম্পাসে শুরু করতে হবে। না হলে আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ থাকবে। এর আগে ২৯ মে ১৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে আলটিমেটামপত্র পাঠানো হয়। পত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তিন ধরনের সময় দেয়া হয়। এর মধ্যে একটিকে ৩১ জুলাই, ৫টিকে ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ৭টিকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরও ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়কে আলটিমেটাম দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। শিগগিরই এগুলোকে চিঠি পাঠাবে মন্ত্রণালয়। এদিকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ায় ১২টিকে ধন্যবাদপত্র দেয়া হয়েছে মন্ত্রণালয় থেকে।

আলটিমেটামের চিঠিগুলোতে দেখা গেছে, কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রায় একই রকম হলেও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরে বেশি সময় দেয়া হয়েছে। আবার কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে সময় কম দেয়া হয়েছে। নাম প্রকাশ না করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা জানিয়েছেন, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি খুবই কম। কিন্তু সেগুলোর বিরুদ্ধে অন্য কোনো শাস্তির হুঁশিয়ারি দেয়া হয়নি। এতে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম এগিয়ে নিয়েছে, সেগুলো আলাদাভাবে বিবেচনা পায়নি। এটাকে স্থায়ী ক্যাম্পাস ■ পৃষ্ঠা ২৩ : কলাম ১

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার আলটিমেটাম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সংক্রান্ত কমিটির পক্ষপাতিত্বই বলা চলে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, 'সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রয়োজনে বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নতুন করে সময় দেয়া হয়েছে।'

দেশের ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫১টির স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরুর সময় শেষ হয়েছে বহু আগে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে গত এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র ১২টি কার্যক্রম শুরু করেছে। বাকি ৩৯টি ব্যর্থ হয়েছে। ইউজিসি সূত্র জানায়, এই ৩৯টির মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৪টিকে সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। বাকি ১৫টির মধ্যে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া প্রতিষ্ঠার ১৪ বছরেও এক টুকরো জমি কেনেনি। ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে গত এপ্রিলে প্রথমে দুই মাসের মধ্যে জমি কিনতে বলা হয়। এখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১৫টিকে আলটিমেটাম দেয়া হবে।

এদিকে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এভাবে ফের সময় দেয়ায় ঢাকার আবাসিক এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সুযোগ বেড়ে গেল। অথচ এসব এলাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তুলে দেয়ার ব্যাপারে সরকারি নির্দেশনা আছে। মূলত ঢাকার বাইরে গেলে শিক্ষার্থী না পাওয়ার ভয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বিপরীত দিকে আইনত স্থায়ী ক্যাম্পাসে না গেলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে। তাই শাস্তি থেকে রেহাই পেতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজধানী ঢাকার বাইরে জমি কিনলেও নগরীর অভিজাত আবাসিক এলাকাজুড়ে ভাড়া বাড়িতে ক্যাম্পাস নিয়ে বহাল তবিয়তে আছে। এতে যানজটের আগ্রাসনে পড়েছে আবাসিক এলাকা। বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাক, কলেজের প্রাণও পায়নি শিক্ষার্থীরা। সরেজমিন দেখা গেছে, বনানীর ছোট্ট এলাকাতেই বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়টির ক্যাম্পাস আছে। ধানমণ্ডির সাত মসজিদ রোডের দুই পাশে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি ক্যাম্পাস। মিরপুর ও উত্তরায় রয়েছে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসির সদস্য এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আখতার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, 'যেখানে অবকাঠামো নির্মাণের মতো বিষয় আছে, সেটা রাতারাতি শেষ করা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ অগ্রগতির বিভিন্নতা আছে। সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেই আমরা সুপারিশ করেছি।'

সর্বশেষ দেয়া চিঠি : গত বুধবার ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়কে আলটিমেটামপত্র পাঠানো হয়। এর মধ্যে উত্তরা ইউনিভার্সিটি তুরাগ থানার ভাটুরিয়ায় স্থায়ী ক্যাম্পাস বানাচ্ছে। ৩৪টি প্রোগ্রামের মধ্যে ইতিমধ্যে সেখানে ১১টি প্রোগ্রামের কার্যক্রম

নির্দেশনা না মানলে জানুয়ারি থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ

ইউএসটিসি ও সিটি ইউনিভার্সিটির আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের নির্দেশ

স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়া ১২টিকে ধন্যবাদপত্র

চালাচ্ছে। ১০টি প্রোগ্রাম ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে নিতে হবে। নইলে ১ জানুয়ারি থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ থাকবে। বাকি প্রোগ্রাম কী করতে হবে সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা নেই।

একইভাবে কিছু প্রোগ্রাম অস্থায়ী ক্যাম্পাসে এবং কিছু প্রোগ্রাম স্থায়ী ক্যাম্পাসে পরিচালনার সুযোগ পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আরও আছে— স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, লিডিং ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, শান্ত মারিয়াম ইউনিভার্সিটি, স্টেট ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ও প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ও ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কিছু প্রোগ্রাম স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় পেয়েছে। এ সময়ের মধ্যে না গেলে ১ জানুয়ারি থেকে সব ধরনের প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ থাকবে।

২৯ মে পাঠানো চিঠি : ২৯ মে ১৩ বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দেয়া হয়। এর মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ হওয়ায় ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে চট্টগ্রামের ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটিকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম স্থানান্তর করতে বলা হয়েছে। এতে ব্যর্থ হলে ১ আগস্ট থেকে নতুন শিক্ষার্থী বন্ধ রাখতে হবে। একই তারিখে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম স্থানান্তর করতে বলা হয়েছে। এতে ব্যর্থ হলে ১ অক্টোবর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ থাকবে।

এ প্রসঙ্গে কমিটির প্রধান অধ্যাপক আখতার হোসেন বলেন, 'ইস্ট ডেল্টা ক্যাম্পাস স্থানান্তর করেছে। বাকিগুলো আমাদের নজরদারিতে আছে। ডেডলাইন পার হলে আমরা ফের পরিদর্শনে বের হব।'

নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটিকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে সব শিক্ষা কার্যক্রম স্থানান্তর করতে বলা হয়েছে। এতে ব্যর্থ হলে আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ রাখতে হবে।